দৈনিক বাংলা
তারিখ 0 8 APR 1989
পৃষ্ঠা 1 ... 4

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

৩৫ বছরে দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশে সামগ্রিক সাক্ষরতার হার বর্তমানে ২৩ দশমিক ৭০ শতাংশে। এরমধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩১ শতাংশ এবং মহিলা ১৬ শতাংশ।

গত ৩৫ বছরে দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। নিরক্ষরদের মধ্যে বয়স্ক লোকের

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

৩৫ বছরে দেশে

(প্রথম পৃঃ পর)

সংখ্যা শতকরা ৭৪ ভাগ। আগামী দু হাজার সাল নগাদ এই সংখ্যা কিছুটা কমে এলেও বয়স্ক নিরক্ষর লোকের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৪ কোটি ৭৩ লক্ষে। এর সঙ্গে প্রাইমারী স্কুলে আদৌ ভর্তি না হওয়া ২৩ লক্ষ ও স্কুলত্যাগী ১ কোটি ২৭ লক্ষ যোগ হয়ে এসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৬ কোটি ২৩ লক্ষে।

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। সম্মেলনে সমিতির মহাসচিব অধ্যাপক মোহাম্মদ ওসমান গনি, ডক্টর খন্দকার বজলুর রহমান, মোরশেদ আহমদ চৌধুরী, মনিরুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে জানানো হয় যে আগামী দু হাজার সাল নাগাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ কোটি ৮ লক্ষ ছেলেমেয়ে এবং ৬ কোটি ২৩ লক্ষ নিরক্ষর লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে "সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হবে।

এ লক্ষ্যে সাক্ষরতা সমিতি সার্বজনিন প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি গণশিক্ষা কর্মসূচী পুনরায় চালু করা সহ সরকারের বিবেচনার জন্যে ১৯ দফা সুপারিশ পেশ করেছে।

এসব সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে দেশে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা, দেশের ৬ হাজার ৮৬৪টি রেজিস্টিকৃত বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলকে ১৯৯০ সালের মধ্যে সরকারী করা প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম দূর করা ইত্যাদি।